Im Hier und Jetzt der Poesie

Reflexionen zu einem Gedicht von Alokeranjan Dasgupta

Franz Schneider

Mit Alokeranjan Dasgupta verstarb im letzten Jahr einer der wichtigsten indischen Dichter der Neuzeit. Im Anschluss an den Nachruf in Heft 4-2020 geht der Autor hier auf die Bedeutung von Alokeranjan Dasgupta in der modernen Lyrik ein.

Alokeranjan Dasgupta schrieb auf Bengali. Darum und der großen Komplexität seiner Lyrik wegen wurde nicht besonders viel ins Deutsche übertragen. Die Sammlung „Die mystische Säge" bildete eine Ausnahme. Sie erschien 1999 in der Bonner Siva Series. Der Titel verweist auf das darin enthaltene gleichnamige Poem. Das folgende Gedicht liest sich dazu wie eine Art Einleitung. Es sei hier näher betrachtet, denn in ihm wird Grundsätzliches über die Poesie Alokeranjan Dasguptas angesprochen.

In diesem Moment

Nein, kein zusätzlicher Mythos,
das Gedicht ist jetzt selbst
sein eigener Mythos

und darum ist dieser Moment,
da du deinen Kopf auf meine Worte gebettet hast,
selbst sein eigener Mythos

oder der Mythos selbst,
auf Distanz gerückt zum Antiquitätenhandel,
ist selbst sein eigener Moment

এই মুহূর্ত

না কোনো অতিরিক্ত পুরাণ নয়,
কবিতা এখন
নিজেই নিজের পুরাণ

আর তাই এই মুহূর্ত
যখন তুমি আমার কথার উপর মাথা রেখে শুয়ে আছো
নিজেই নিজের পুরাণ

অথবা পুরাণ নিজে
প্রত্নপ্রবণ বাণিজ্য থেকে সরে এসে
নিজেই নিজের মুহূর্ত॥

Zur poetischen Programmatik

In der von Hans Harder und Christian Weiß übertragenen und herausgegebenen Gedichtsammlung „Die mystische Säge" bildet das zitierte Gedicht den programmatischen Auftakt. „In diesem Moment" – ein Zeitpunkt, in dem das Jetzt geschieht. Doch was genau, das Gedicht selbst etwa? Wenn dem so ist, steht dann nicht aber das Gedicht, das geschieht, geschehen soll, im Widerspruch zu sich? Denn das Gedicht hat seine Zeit und braucht seine Zeit. Es kann nicht einfach „Jetzt" sein. Schon seine Lektüre benötigt trivialerweise zumindest einige Sekunden. Minuten, ja Stunden wären angebrachter (für das Verständnis des Gedichts). Die Zeit muss man sich nehmen, immer und immer wieder, um zu verstehen oder nicht zu verstehen und sich auch von Letzterem beglücken zu lassen.

Aber da ist immer noch der Wunsch, die Zeit anzuhalten, da zu sein, präsent zu sein und nichts anderes. Dieses Anfangsgedicht verspricht viel, es will selbst nur präsent sein und das soll ebenso für die anderen Gedichte gelten. Es ist programmatisch, es hat sich selbst zum Programm. Wie ist dies möglich? Was schafft das Gedicht, was löst es auf?

Alles beginnt mit einer großen Geste der Verweigerung, diesem „Nein". Ein Nein zu allem, was von außen an das Gedicht herangetragen wird, was „zusätzlich" ist. Kein „Mythos", keine Sage, nichts aus anderer Zeit. Aber genau das ist es wiederum, was man unter einem Mythos versteht, oder? Die Übersetzerin Monika Carbe hat für Dasguptas Gedicht eine Deutung versucht: „Ein Ereignis, das durch fortwährendes Erzählen, Weitererzählen und Ausschmücken der Details zum Sagenhaften, zum Legendären überhöht wird."[1] Doch für Dasgupta ist ja das Gedicht „hoch", sich selbst genug, tauglich für den Mythos. Die Begründung folgt. Dem Gedicht ist nichts äußerlich, es ist da, und zwar in der absoluten Gegenwart.

Dadurch erhält es seine Kraft, seine Schaffenskraft für den Mythos aus sich selbst heraus. Was zunächst einmal bedeutet, eine eigene Zeitlichkeit zu fordern. Es hat ein Ende gesetzt, um einen Anfang zu schaffen. Dafür braucht es ein Jetzt, eben diesen einen Moment. Ein Moment poetischer Inspiration ohne Zweifel. Aber zugleich misstraut Dasgupta wiederum solchen Vorstellungen. Und so operiert er in und mit seinem Gedicht gegen Klischees über künstlerische Produktivität, indem er gegen solche Klischees schreibt. Vielleicht sogar mit beinahe erotischer Freude im Sinne Platons. Hier darf sie ganz und gar bengalisch sein.

Gedicht und Logik

Aber das Gedicht geht ja noch weiter. Jetzt kommt die Konsequenz, jetzt arbeitet die poetische Logik. Es wird ein bestimmter Zeitpunkt angesprochen, in dem zwei Bereiche aufeinander treffen, ja miteinander verschmelzen. Denn es gibt ein „Du", das eingeführt und erwähnt wird. Ein solcher „Kopf" sieht, hört und liest natürlich vor allem. Kein Gedicht kann ohne Kopf präsent werden. Aber es ist diesem „Kopf" erlaubt, seine Ruhe zu finden, seine Ruhe von der Zeit. Er darf sich betten, auf die „Worte" die es ihm erlauben, dort liegen zu bleiben. Und genau dieses Geschehen, abgeschlossen und in sich ruhend, schafft sich selbst, indem es bei sich selbst ruht – und wird darüber zum Mythos.

Man reibt sich jetzt schon mit Nachdruck die Augen. Dieses kurze Gedicht aus neun Zeilen windet sich mit seinen wenigen Worten wie ein listiger Aal von Zeile zu Zeile. Wie hieß es noch in der ersten Strophe? „Sein eigener Mythos". In der zweiten Strophe jedoch „selbst sein eigener Mythos". Das ist ein Unterschied, scheint doch die erstgenannte Zeile das eigene, die zweitgenannte das „selbst" zu betonen. Es geht ein Prozess voraus, in dem dein und mein miteinander

Seiten aus Alokeranjan Dasgupta – *Marami Karat*.

Bild: privat

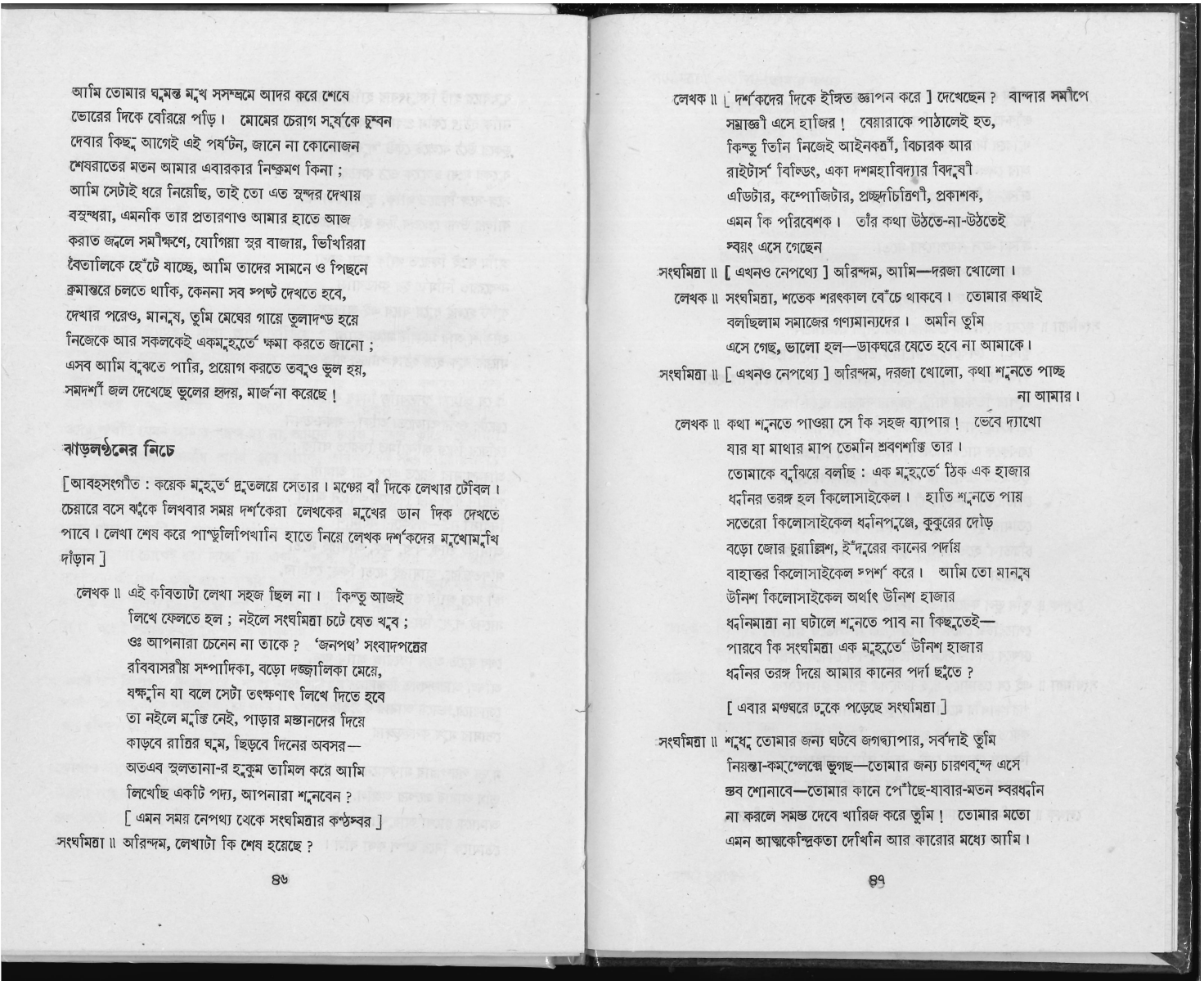

আমি তোমার ঘুমন্ত মুখ সসম্ভ্রমে আদর করে শেষে
ভোরের দিকে বেরিয়ে পড়ি। মোমের চেরাগ সূর্যকে চুম্বন
দেবার কিছু আগেই এই পর্যটন, জানে না কোনোজন
শেষরাতের মতন আমার এবারকার নিষ্ক্রমণ কিনা ;
আমি সেটাই ধরে নিয়েছি, তাই তো এত সুন্দর দেখায়
বসুন্ধরা, এমনকি তার প্রতারণাও আমার হাতে আজ
করাত জলে সমীক্ষণে, যোগিয়া সুর বাজায়, ভিখিরিরা
বৈতালিকে হেঁটে যাচ্ছে, আমি তাদের সামনে ও পিছনে
ক্রমান্তরে চলতে থাকি, কেননা সব স্পষ্ট দেখতে হবে,
দেখার পরেও, মানুষ, তুমি মেঘের গায়ে তুলাদণ্ড হয়ে
নিজেকে আর সকলকেই একমুহূর্তে ক্ষমা করতে জানো ;
এসব আমি বুঝতে পারি, প্রয়োগ করতে তবুও ভুল হয়,
সমদর্শী জল দেখেছে ভুলের হৃদয়, মার্জনা করেছে !

ঝাড়লণ্ঠনের নিচে

[আবহসংগীত : কয়েক মুহূর্ত দ্রুতলয়ে সেতার। মঞ্চের বাঁ দিকে লেখার টেবিল। চেয়ারে বসে ঝুঁকে লিখবার সময় দর্শকেরা লেখকের মুখের ডান দিক দেখতে পাবে। লেখা শেষ করে পাণ্ডুলিপিখানি হাতে নিয়ে লেখক দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়ান]

লেখক ॥ এই কবিতাটা লেখা সহজ ছিল না। কিন্তু আজই
লিখে ফেলতে হল ; নইলে সংঘমিত্রা চটে যেত খুব ;
ওঃ আপনারা চেনেন না তাকে ? 'জনপথ' সংবাদপত্রের
রবিবাসরীয় সম্পাদিকা, বড়ো দজ্জালিকা মেয়ে,
যখুনি যা বলে সেটা তৎক্ষণাৎ লিখে দিতে হবে
তা নইলে মুক্তি নেই, পাড়ার মস্তানদের দিয়ে
কাড়বে রাত্রির ঘুম, ছিড়বে দিনের অবসর—
অতএব সুলতানা-র হুকুম তামিল করে আমি
লিখেছি একটি পদ্য, আপনারা শুনবেন ?
[এমন সময় নেপথ্য থেকে সংঘমিত্রার কণ্ঠস্বর]

সংঘমিত্রা ॥ অরিন্দম, লেখাটা কি শেষ হয়েছে ?

লেখক ॥ [দর্শকদের দিকে ইঙ্গিত জ্ঞাপন করে] দেখেছেন ? বান্দার সমীপে
সম্রাজ্ঞী এসে হাজির ! বেয়ারাকে পাঠালেই হত,
কিন্তু তিনি নিজেই আইনকর্ত্রী, বিচারক আর
রাইটার্স বিল্ডিং, একা দশমহাবিদ্যার বিদুষী
এডিটার, কম্পোজিটার, প্রচ্ছদচিত্রিণী, প্রকাশক,
এমন কি পরিবেশক। তাঁর কথা উঠতে-না-উঠতেই
স্বয়ং এসে গেছেন

সংঘমিত্রা ॥ [এখনও নেপথ্যে] অরিন্দম, আমি—দরজা খোলো।

লেখক ॥ সংঘমিত্রা, শতেক শরৎকাল বেঁচে থাকবে। তোমার কথাই
বলছিলাম সমাজের গণ্যমান্যদের। অমনি তুমি
এসে গেছ, ভালো হল—ডাকঘরে যেতে হবে না আমাকে।

সংঘমিত্রা ॥ [এখনও নেপথ্যে] অরিন্দম, দরজা খোলো, কথা শুনতে পাচ্ছ
না আমার।

লেখক ॥ কথা শুনতে পাওয়া সে কি সহজ ব্যাপার ! ভেবে দ্যাখো
যার যা মাথার মাপ তেমনি শ্রবণশক্তি তার।
তোমাকে বুঝিয়ে বলছি : এক মুহূর্তে ঠিক এক হাজার
ধ্বনির তরঙ্গ হল কিলোসাইকেল। হাতি শুনতে পায়
সতেরো কিলোসাইকেল ধ্বনিপুঞ্জে, কুকুরের দৌড়
বড়ো জোর চুয়াল্লিশ, ইঁদুরের কানের পর্দায়
বাহাত্তর কিলোসাইকেল স্পর্শ করে। আমি তো মানুষ
উনিশ কিলোসাইকেল অর্থাৎ উনিশ হাজার
ধ্বনিমাত্রা না ঘটালে শুনতে পাব না কিছুতেই—
পারবে কি সংঘমিত্রা এক মুহূর্তে উনিশ হাজার
ধ্বনির তরঙ্গ দিয়ে আমার কানের পর্দা ছুঁতে ?

[এবার মঞ্চঘরে ঢুকে পড়েছে সংঘমিত্রা]

সংঘমিত্রা ॥ শুধু তোমার জন্য ঘটবে জগদ্ব্যাপার, সর্বদাই তুমি
নিয়ন্তা-কম্পেলক্সে ভুগছ—তোমার জন্য চারণবৃন্দ এসে
স্তব শোনাবে—তোমার কানে পৌঁছে-যাবার-মতন স্বরধ্বনি
না করলে সমস্ত দেবে খারিজ করে তুমি ! তোমার মতো
এমন আত্মকেন্দ্রিকতা দেখিনি আর কারোর মধ্যে আমি।

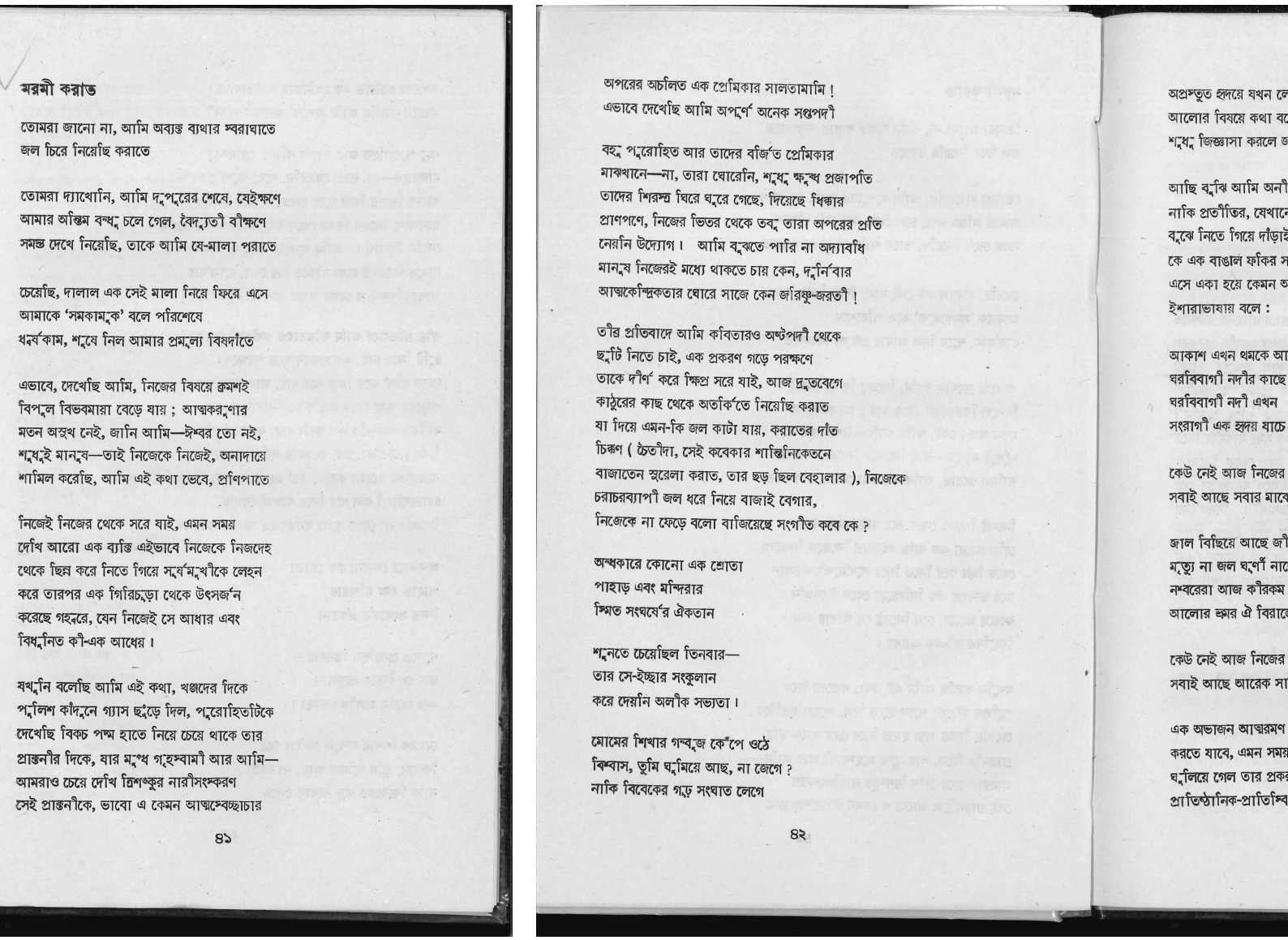

মরমী করাত

তোমরা জানো না, আমি অব্যক্ত ব্যথার স্বরাঘাতে
জল চিরে নিয়েছি করাতে

তোমরা দ্যাখোনি, আমি দুপুরের শেষে, যেইক্ষণে
আমার অন্তিম বন্ধু চলে গেল, বৈদ্যুতী বীক্ষণে
সমস্ত দেখে নিয়েছি, তাকে আমি যে-মালা পরাতে

চেয়েছি, দালাল এক সেই মালা নিয়ে ফিরে এসে
আমাকে 'সমকামুক' বলে পরিশেষে
ধর্ষকাম, শুষে নিল আমার প্রমূল্যে বিষদাঁতে

এভাবে, দেখেছি আমি, নিজের বিষয়ে ক্রমশই
বিপুল বিভ্রমায়া বেড়ে যায় ; আত্মকরুণার
মতন অসুখ নেই, জানি আমি—ঈশ্বর তো নই,
শুধুই মানুষ—তাই নিজেকে নিজেই, অনাদায়ে
শামিল করেছি, আমি এই কথা ভেবে, প্রণিপাতে

নিজেই নিজের থেকে সরে যাই, এমন সময়
দেখি আরো এক ব্যক্তি এইভাবে নিজেকে নিজদেহ
থেকে ছিন্ন করে নিতে গিয়ে সূর্যমুখীকে লেহন
করে তারপর এক গিরিচূড়া থেকে উৎসর্জন
করেছে গহ্বরে, যেন নিজেই সে আধার এবং
বিধুনিত কী-এক আধেয় ।

যখুনি বলেছি আমি এই কথা, খঞ্জদের দিকে
পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে দিল, পুরোহিতটিকে
দেখেছি বিকচ পদ্ম হাতে নিয়ে চেয়ে থাকে তার
প্রাক্তনীর দিকে, যার মুগ্ধ গৃহস্বামী আর আমি—
আমরাও চেয়ে দেখি ত্রিশঙ্কুর নারীসংস্করণ
সেই প্রাক্তনীকে, ভাবো এ কেমন আত্মস্বেচ্ছাচার

৪১

অপরের অচলিত এক প্রেমিকার সালতামামি !
এভাবে দেখেছি আমি অপূর্ণ অনেক সপ্তপদী

বহু পুরোহিত আর তাদের বর্জিত প্রেমিকার
মাঝখানে—না, তারা ঘোরেনি, শুধু ক্ষুব্ধ প্রজাপতি
তাদের শিরস্ত্র ঘিরে ঘুরে গেছে, দিয়েছে ধিক্কার
প্রাণপণে, নিজের ভিতর থেকে তবু তারা অপরের প্রতি
নেয়নি উদ্যোগ । আমি বুঝতে পারি না অদ্যাবধি
মানুষ নিজেরই মধ্যে থাকতে চায় কেন, দুর্নিবার
আত্মকেন্দ্রিকতার ঘোরে সাজে কেন জরিষ্ণু-জরতী !

তীব্র প্রতিবাদে আমি কবিতারও অষ্টপদী থেকে
ছুটি নিতে চাই, এক প্রকরণ গড়ে পরক্ষণে
তাকে দীর্ণ করে ক্ষিপ্র সরে যাই, আজ দ্রুতবেগে
কাঠুরের কাছ থেকে অতর্কিতে নিয়েছি করাত
যা দিয়ে এমন-কি জল কাটা যায়, করাতের দাঁত
চিক্কণ (চৈতীদা, সেই কবেকার শান্তিনিকেতনে
বাজাতেন সুরেলা করাত, তার ছড় ছিল বেহালার), নিজেকে
চরাচরব্যাপী জল ধরে নিয়ে বাজাই বেগার,
নিজেকে না ফেড়ে বলো বাজিয়েছে সংগীত কবে কে ?

অন্ধকারে কোনো এক শ্রোতা
পাহাড় এবং মন্দিরার
স্মিত সংঘর্ষের ঐকতান

শুনতে চেয়েছিল তিনবার—
তার সে-ইচ্ছার সংকুলান
করে দেয়নি অলীক সভ্যতা ।

মোমের শিখার গম্বুজ কেঁপে ওঠে
বিশ্বাস, তুমি ঘুমিয়ে আছ, না জেগে ?
নাকি বিবেকের গড়ে সংঘাত লেগে

৪২

werden, der abgeschlossen wird, in dem er sich auf sich bezieht, „selbst“ wird. Durch „Meine Worte“, angesprochen in der Gedichtzeile und ausgeführt im gesamten Gedicht. Selbstreferenz ist Akrobatenarbeit, die des Dichters und die des Interpreten. Und es schwindelt einem.

Mythos und Dichtung

Die dritte Strophe möchte den Mythos retten. Mythos ist ein strapaziertes Wort. Er wird für vielerlei verwendet, in seiner Bedeutung immer uneinheitlich und diffus. Vor allem wird der Begriff immer älter und abgestandener. Wenn etwas alt und wertvoll erscheinen soll, mit ordentlich Patina über allem, dann hört man gerne das Wort vom „Mythos“. Wer kann dem abhelfen, wenn nicht der Mythos selbst, so spricht das Gedicht. Das Mittel dafür ist, dass sich die Bedeutungen weg von allem bewegen. Gebrauch und Missbrauch zurück zum Eigenen. Das findet sich in eben jenem Moment, der sich in der Ausdehnung des Gedichts von der ersten bis zur letzten Zeile vollzieht. Der Mythos als Befreiungsakt für die Dichtung. Ein solches Gedicht zu Anfang ermöglicht die anderen, mit all ihre verschiedenen Themen, von diesem und jenem zu sprechen. Aber ein Anfang muss gemacht werden: „In diesem Moment“.

Dahinter steckt eine bestimmte Auffassung, was unter Dichtung zu verstehen ist. Sie ist nicht kulturell spezifisch, sondern weltübergreifend. Sie berührt das Wesen eines jeden Gedichts, wenn es ein solches zu sein beansprucht. Beispiele, sehr schöne sogar, gibt es zum Glück viele. Der in Heidelberg lebende Autor und Übersetzer Ralph Dutli hat mir in einem seiner Essays geholfen, einige von ihnen aufzuspüren. „Der allerärmste Ort“ nennt er seine Beschreibungsversuche, was unter Poesie verstanden werden kann. Er als Kenner der russischen Lyrik berichtet eine Anekdote aus dem Leben der Marina Zwetajewa. Aufgefordert, Lyrik künftig nur zu einem bestimmten Thema zu verfassen, antwortete sie: „In der Lyrik braucht man nur Dinge, die niemand braucht. Es ist der allerärmste Ort in der ganzen Welt. Und dieser Ort ist heilig.“[2] Es handelt sich um eine Ambivalenz, die sie programmatisch formuliert, zwei Pole, zwischen denen die Dichtung oszillieren muss. Nichts zu sein und al-

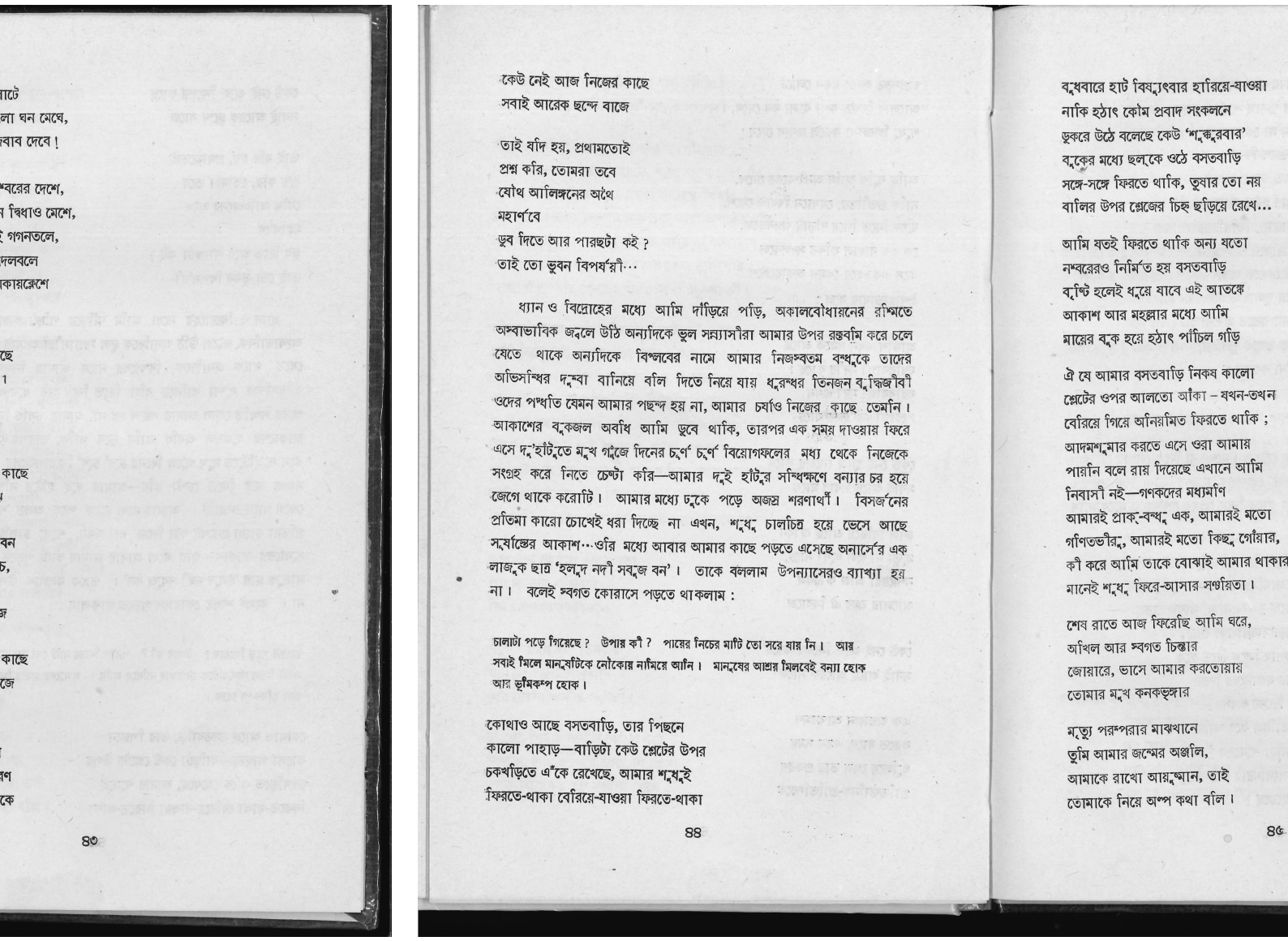

কেউ নেই আজ নিজের কাছে
সবাই আরেক ছন্দে বাজে

তাই যদি হয়, প্রথামতোই
প্রশ্ন করি, তোমরা তবে
যৌথ আলিঙ্গনের অর্থে
মহার্ণবে
ডুব দিতে আর পারছটা কই ?
তাই তো ভুবন বিপর্যয়ী…

ধ্যান ও বিদ্রোহের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি, অকালবোধায়নের রশ্মিতে অস্বাভাবিক জ্বলে উঠি অন্যদিকে ভুল সন্ন্যাসীরা আমার উপর রক্তবমি করে চলে যেতে থাকে অন্যদিকে বিপ্লবের নামে আমার নিজস্বতম বন্ধুকে তাদের অভিসন্ধির দুম্বা বানিয়ে বলি দিতে নিয়ে যায় ধুরন্ধর তিনজন বুদ্ধিজীবী ওদের পদ্ধতি যেমন আমার পছন্দ হয় না, আমার চর্যাও নিজের কাছে তেমনি। আকাশের বুকজল অবধি আমি ডুবে থাকি, তারপর এক সময় দাওয়ায় ফিরে এসে দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে দিনের চূর্ণ চূর্ণ বিয়োগফলের মধ্য থেকে নিজেকে সংগ্রহ করে নিতে চেষ্টা করি—আমার দুই হাঁটুর সন্ধিক্ষণে বন্যার চর হয়ে জেগে থাকে করোটি। আমার মধ্যে ঢুকে পড়ে অজস্র শরণার্থী। বিসর্জনের প্রতিমা কারো চোখেই ধরা দিচ্ছে না এখন, শুধু চালচিত্র হয়ে ভেসে আছে সূর্যাস্তের আকাশ…ওরি মধ্যে আবার আমার কাছে পড়তে এসেছে অনার্সের এক লাজুক ছাত্র 'হলুদ নদী সবুজ বন'। তাকে বললাম উপন্যাসেরও ব্যাখ্যা হয় না। বলেই স্বগত কোরাসে পড়তে থাকলাম :

চালাটা পড়ে গিয়েছে ? উপায় কী ? পায়ের নিচের মাটি তো সরে যায় নি। আর সবাই মিলে মানুষটিকে নৌকোয় নামিয়ে আনি। মানুষের আশ্রয় মিলবেই বন্যা হোক আর ভূমিকম্প হোক।

কোথাও আছে বসতবাড়ি, তার পিছনে
কালো পাহাড়—বাড়িটা কেউ শ্লেটের উপর
চকখড়িতে এঁকে রেখেছে, আমার শুধুই
ফিরতে-থাকা বেরিয়ে-যাওয়া ফিরতে-থাকা

বুধবারে হাট বিষ্যুৎবার হারিয়ে-যাওয়া
নাকি হঠাৎ কৌম প্রবাদ সংকলনে
ডুকরে উঠে বলেছে কেউ 'শুক্কুরবার'
বুকের মধ্যে ছলকে ওঠে বসতবাড়ি
সঙ্গে-সঙ্গে ফিরতে থাকি, তুষার তো নয়
বালির উপর শ্লেজের চিহ্ন ছড়িয়ে রেখে…

আমি যতই ফিরতে থাকি অন্য যতো
নশ্বরেরও নির্মিত হয় বসতবাড়ি
বৃষ্টি হলেই ধুয়ে যাবে এই আতঙ্কে
আকাশ আর মহল্লার মধ্যে আমি
মায়ের বুক হয়ে হঠাৎ পাঁচিল গড়ি

ঐ যে আমার বসতবাড়ি নিকষ কালো
শ্লেটের ওপর আলতো আঁকা – যখন-তখন
বেরিয়ে গিয়ে অনিয়মিত ফিরতে থাকি ;
আদমশুমার করতে এসে ওরা আমায়
পায়নি বলে রায় দিয়েছে এখানে আমি
নিবাসী নই—গণকদের মধ্যমণি
আমারই প্রাক্-বন্ধু এক, আমারই মতো
গণিতভীরু, আমারই মতো কিছু গোঁয়ার,
কী করে আমি তাকে বোঝাই আমার থাকার
মানেই শুধু ফিরে-আসার সম্ভাব্যতা।

শেষ রাতে আজ ফিরেছি আমি ঘরে,
অখিল আর স্বগত চিন্তার
জোয়ারে, ভাসে আমার করতোয়ায়
তোমার মুখ কনকভৃঙ্গার

মৃত্যু পরম্পরার মাঝখানে
তুমি আমার জন্মের অঞ্জলি,
আমাকে রাখো আয়ুষ্মান, তাই
তোমাকে নিয়ে অল্প কথা বলি।

les, das Geringste und das Höchste zugleich, aber in einem Moment. Jetzt, dieser Moment.

Doch muss das Gedicht ein Mythos sein? Man mag die Antwort weiterspinnen. Das Gedicht muss das nicht, auf gar keinen Fall. Genau darum wieder trägt es diese Möglichkeit in sich, die sich in der Verweigerung äußert. Das Gedicht schafft sich seinen eigenen Moment, in dem es genauso nicht das Allerärmste sein möchte. Man muss, so glaube ich, im Versuch, am Fallbeispiel des obigen Gedichts über Poesie nachzudenken, verstehen können, dass das Gedicht zugleich die Möglichkeit des Nichts in sich tragen kann.

Ein Gedicht ist also etwas, das alles riskiert, alles verlieren kann, und alles gewinnt. „In diesem Moment" ist darum eines von jenen seltenen Gedichten, die das in ihrer eigenen Form ansprechen. Es ist niemals Poetologie in Reimen, sondern ein Gedicht in seiner ganzen Sinnlichkeit. Gleichzeitig entbehrt es wieder alles, was ich über es zu sagen versucht habe. So ein Gedicht kann man nur mögen – oder nicht. Man spürt in ihm einen Kern, von dem aus die gesamte Frucht sich entwickelt. Auch mein Interesse an der „Mystischen Säge" wurde schlagartig geweckt. So lernte ich die anderen Gedichte des Meisters Alokeranjan Dasgupta kennen.

Zum Autor

Franz Schneider lebt in Heidelberg, ist von Hause aus Germanist und arbeitet als freier Kritiker. Moderne Lyrik ist einer seiner Schwerpunkte.

Endnoten

[1] Monika Carbe: Wirbelnde Schatten. In: Franz Schneider, Christian Weiß (Hg.): *Trauben aus Elfenbein. Festschrift für Alokeranjan Dasgupta*. Draupadi-Verlag, Heidelberg, 2004, S.64.

[2] Ralph Dutli: *Nichts als Wunder.* Essays über Poesie. Amman-Verlag, Zürich, 2007, S. 223.